প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

ক্র.নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
১.	জমির শ্রেণী অনুযায়ী সঠিকভাবে দলিলমূল্য নির্ধারণ না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩১৯৩৬৫০১/-	১৩
২.	বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে দলিল রেজিষ্ট্রি করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫৪,৭১,১৭৪/-	১৪
৩.	সাভারের আশুলিয়ার মনসন্তোষ মৌজায় 'টেক' শ্রেণী না থাকা সত্ত্বেও 'চালা' শ্রেণীকে 'টেক' শ্রেণী নাম দিয়ে দলিল সম্পাদন করায় কর ও ফি কম আদায় ।	১,০৮,৩৬,৯৬১/-	১৫
৪.	নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর (VAT) আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি এবং এতদার্থে ধারনাগত (Extrapolated) সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ ৩০.৫৮ কোটি টাকা।	১,৪৫,২১,২৩৪/-	১৬
৫.	সঠিকহারে আয়কর আদায় ও নির্ধারণ না করায় রাজস্ব ক্ষতি এবং সম্ভাব্য ধারনাগত (Extrapolated) ক্ষতির পরিমাণ ৪৮.৪ কোটি টাকা।	১,৮৮,৫৪,৭৬১/-	১৭
	মোট (ক)=	১৮,১৬,২০,৬৩১/-	
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়		
৬.	দোকান সেলামী ও ভাড়ার এর উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,৭০,৮৮,৮৭০/-	১৮
৭.	দোকান সেলামীর উপর আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৬৬,৯০,৬৪১/-	১৯
৮.	বিভিন্ন সরবরাহ সেবা ও পূর্ত কাজের উপর প্রযোজ্য ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৩,৪৮,৯৪৬/-	২০
৯.	ইজারাদার / ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পানির বিল আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫৭,৮০,৩০২/-	২১
১০.	ঠিকাদারকে Ms Rod এ Lapping বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৪১,৮৫,৫৭১/-	২২
	মোট (খ) =	৩,৭০,৯৪,৩৩০/-	
	সর্বমোট (ক+খ) =	**২১,৮৭,১৪,৯৬১/-**	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০১৪-২০১৫খ্রিঃ

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ (ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর ও এর অধীনস্থ ১৯টি সাব-রেজিষ্ট্রি কার্যালয়।

(খ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ অডিট (Compliance Audit)

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ বিশ্লেষণাত্মক, দৈবচয়ন নমুনায়ন।

নিরীক্ষার সময় ঃ
- ০৬/০৯/২০১৫ হতে ০৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত (উল্লেখিত 'ক' প্রতিষ্ঠান)
- ২২/২/২০১৬ হতে ১২/৫/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত(উল্লেখিত 'খ' প্রতিষ্ঠান)

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অডিট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা ও আর্থিক ভুলভ্রান্তির বিষয় পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদান।
- অডিট কর্তৃক নিবন্ধন কার্যক্রমের উপর যে সকল আপত্তি উত্থাপন হবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা/যাচাই করে মূল্যায়ন করা।
- অডিট কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অন্যান্য নিরপেক্ষ মাধ্যম হতে সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণের যথার্থতা বিশ্লেষণ।
- আদায়কৃত রাজস্ব নির্ধারণের সঠিকতা যাচাই, সংশ্লিষ্ট লেজার লিপিবদ্ধকরণ এবং আদায়কৃত রাজস্ব ব্যাংক/ট্রেজারীতে জমাকরণ।
- Inspector General of Registration (IGR) প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বলিষ্ঠতা/দুর্বলতা বিষয়ক মূল্যায়ন।
- রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতার সমন্বয় ঘটানোর বিষয়ে বাস্তব তথ্য উদঘাটন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সহকারি কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক খতিয়ানবহি সংগ্রহ না করা।
- অপ্রতুল মনিটরিং ব্যবস্থা।
- ভূমি রেজিষ্ট্রেশন ম্যানুয়াল ২০১৪ অনুসরণ না করা।
- পাওয়ার অব এটর্নী আইন অনুসরণ না করা।
- বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ না করা।
- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা ।
- সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব যথারীতি আদায় ও কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা, মিতব্যয়িতা এবং ফলপ্রসূতার অভাব।
- ম্যানেজমেন্টের দুর্বল মনিটরিং ও সুপারভিশন এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের মধ্যে কার্যকর ও লিখিত দায়িত্ব বন্টন করা আবশ্যক।
- সরকারী বিধি বিধান,আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন এবং তদনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।
- শুদ্ধভাবে হিসাব সংরক্ষণ এবং সময়মত হিসাব প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- ক্যাশ বই ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক।
- সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ভ্যাট, আয়কর সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন আবশ্যক।
- বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ সঠিক খাতে ব্যয়ের বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান।
- সরকারি সম্পদের মালিকানা বিষয়ে বিশেষ তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং- ১।

শিরোনাম ঃ **জমির শ্রেণী অনুযায়ী সঠিকভাবে দলিলমূল্য নির্ধারণ না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১৩,১৯,৩৬,৫০১/- টাকা।**

বিবরণ ঃ ভূমি রেজিষ্ট্রেশনের সময় সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রেশনের রেজিষ্ট্রেশন ফি, অন্যান্য করাদি জমির শ্রেণী অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে দলিল রেজিষ্ট্রেশনের সময় জমির প্রকৃত শ্রেণী অনুযায়ী দলিল রেজিষ্ট্রেশন না করে জমির প্রকৃত শ্রেণী অপেক্ষা নিম্ন মূল্যের (নিচু) শ্রেণীর জমি দেখিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে সংরক্ষিত রেকর্ডে (খতিয়ান) জমির যে শ্রেণী উল্লেখ আছে সাব রেজিষ্ট্রার কর্তৃক দলিল রেজিষ্ট্রেশনের সময় তা যাচাই করা হয়নি।

ভূমি অফিসে সংরক্ষিত জমির শ্রেণী সংক্রান্ত রেকর্ড ও কপি (খতিয়ান) সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে সংরক্ষিত না থাকায় সাব রেজিষ্ট্রার কর্তৃক দলিল রেজিষ্ট্রেশনের সময় জমির প্রকৃত শ্রেণী যাচাই পূর্বক সে অনুযায়ী দলিল রেজিষ্ট্রি করা হয়নি যদিও আইনত তা করণীয়।

অডিটটীম কর্তৃক ১৯টি সাব রেজিষ্ট্রি অফিস অডিট করা হয়েছে, এবং ৮২৫টি রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল (সাফকবলা, হেবার ঘোষণা, আমমোক্তারনামা, বন্টননামা ইত্যাদি) পরীক্ষা করা হয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র সাফকবলা দলিলে (রেজিষ্ট্রিকৃত মোট দলিলের ৪৫% সাফকবলা ধরে) সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে রক্ষিত জমির প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিকভাবে জমির মূল্য ধার্য না করায় প্রযোজ্য হারে ফি ও অন্যান্য কর সঠিকভাবে ধার্য করা হয়নি।

অডিটটীম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩৭১টি সাফকবলা দলিলের মধ্যে (নিরীক্ষিত ৮২৫টি দলিলের ৪৫% হিসাবে) ২৮৯টি দলিল বা নিরীক্ষিত দলিলের ৭৮%দলিলে ভূমি অফিসের রেকর্ড অনুযায়ী প্রকৃত শ্রেণীর পরিবর্তে নিম্নমূল্যের শ্রেণীর জমি দেখিয়ে দলিল রেজিষ্ট্রেশনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এতে সরকারের ১৩,১৯,৩৬,৫০১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১"তে দ্রষ্টব্য]

অনিয়মের কারণ ঃ ভূমি অফিস হতে (সহকারী কমিশনার, ভূমি) খতিয়ান বহি সংগ্রহ না করায় এবং সাব রেজিষ্ট্রার অফিস কর্তৃক মূল কপি দেখে জমির শ্রেণী যাচাই না করে জমি রেজিষ্ট্রি কার্য সম্পন্ন করায় উল্লেখিত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি যাচাই করে টাকা আদায়/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৩/১২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ১৪/৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।
- তাছাড়া অন্যান্য সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে অনুরূপ অনিয়ম প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২।

শিরোনাম ঃ **বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে দলিল রেজিষ্ট্রি করায় রাজস্ব ক্ষতি ৫৪,৭১,১৭৪/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ জমির শ্রেণী নির্ধারণের দায়িত্ব সহকারী কমিশনার(ভূমি) অফিসের। প্রত্যেক শ্রেণীর জমির ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটির (জেলা রেজিষ্ট্রার কর্তৃক গঠিত কমিটি)। যাহা সাব রেজিষ্ট্রি অফিস সমূহের অধীনস্থ জমির শ্রেণী মোতাবেক ন্যূনতম মূল্য হিসাবে পরিগণিত হবে। এস.আর.ও নং ১২০-আইন/২০১০ তারিখ ২১/০৪/১০খ্রিঃ মোতাবেক সাব রেজিষ্ট্রি অফিসসমূহ বাজারমূল্য নির্ধারণ কমিটির জমির শ্রেণী অনুযায়ী ন্যূনতম মূল্য বা উচ্চতর প্রকৃত মূল্যে জমির রেজিষ্ট্রি কার্য সম্পাদন করতে হবে।
নিরীক্ষিত ২০টি সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের মধ্যে ০৬টিতে বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটির ধার্যকৃত সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় দলিল রেজিষ্ট্রেশনের বিষয়টি পাওয়া গেছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "২"তে দ্রষ্টব্য।]
বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী নিরীক্ষিত ৩০% দলিলে (২৮৬টি দলিলের মধ্যে ৮৬টি) বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটির নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ছিল।এই বিষয়টি অন্যান্য অফিসের তুলনায় কিছু অফিসে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশেষত গাজীপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে নিরীক্ষিত দলিলের ৭৭% দলিলে (৮৭টি দলিলের মধ্যে ৬৭টি) বাজার মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে দলিল সম্পাদন করা হয়েছে, যা জবাবদিহিতার বড় ধরনের ব্যত্যয় হিসাবে গণ্য। বাজারমূল্য নির্ধারণ কমিটির নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে দলিল রেজিষ্ট্রেশনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সাব রেজিষ্ট্রারগণকে প্রশ্ন করা হলে কেশবপুর, যশোর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের সাব রেজিষ্ট্রার ভুল স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সম্মতি প্রদান করেন। অবশিষ্ট ৬(ছয়) জন সাব রেজিষ্ট্রার নথিপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সম্মতি প্রদান করলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ ঃ বিভাগীয় পরিদর্শক ও জেলা রেজিষ্ট্রারগণ কর্তৃক সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের কার্যকলাপের উপর অপ্রতুল মনিটরিং ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনের গাফিলতির কারণে এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি যাচাই করে টাকা আদায়/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৩/১২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ১৪/৩/২০১৬খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।
- তাছাড়া অন্যান্য সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে অনুরূপ অনিয়ম প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৩।

শিরোনাম ঃ **সাভারের আশুলিয়ার মনসন্তোষ মৌজায় 'টেক' শ্রেণী না থাকা সত্ত্বেও 'চালা' শ্রেণীকে 'টেক' শ্রেণী নাম দিয়ে দলিল সম্পাদন করায় কর ও ফি কম আদায় ১,০৮,৩৬,৯৬১/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ সাব রেজিষ্ট্রি অফিস, আশুলিয়া, ঢাকা কার্যালয়ের জমি বিক্রয় সংক্রান্ত দলিল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মনসন্তোষ মৌজার 'টেক' শ্রেণী হিসাবে দলিল মূল্য নির্ধারণ পূর্বক দলিল সম্পাদন করা হয়েছে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায় য়ে উক্ত মৌজায় 'টেক' শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে 'টেক' শ্রেণী হিসাবে রেজিষ্ট্রিকৃত জমি 'চালা' হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত জমি রেজিষ্ট্রিকালে সঠিকভাবে 'চালা' শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হলে দলিল মূল্য সাব রেজিষ্টার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হতো এবং ফি ও করের পরিমাণ বেশী হতো।

অধিকন্তর যাচাইয়ে দেখা যায় যে সাব রেজিষ্টার কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত জমি ভুল শ্রেণী বিন্যাস করায় দলিল মূল্য, ফিস ও কর হ্রাস পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১০-১১ এবং ২০১১-১৪ সনের অডিট রিপোর্টে একই বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা সত্ত্বেও তা সংশোধন না করে অদ্যাবধি 'টেক'শ্রেণী হিসাবে জমির মূল্য নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট সাবরেজিষ্টার কর্তৃক দলিল সম্পাদন করা হচ্ছে।

অডিটকালে ৬টি দলিল সনাক্ত করা হয়েছে যাতে 'চালা' শ্রেণীর পরিবতে 'টেক' শ্রেণীভুক্ত করায় বিভিন্ন ফিস ও কর বাবদ ১,০৮,৩৬,৯৬১/-টাকা রাজস্ব কম আদায় হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৩"তে দ্রষ্টব্য।

অনিয়মের কারণ ঃ বাস্তবে খতিয়ানে টেক শ্রেণী না থাকা সত্ত্বেও শ্রেণী পরিবর্তন করে দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি যাচাই করে টাকা আদায়/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৩/১২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ১৪/৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ জড়িত টাকা আদায় করতঃ অন্যান্য অফিসে এ ধরণের অনিয়ম প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৪।

শিরোনাম ঃ **নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর (VAT) আদায় না করায় ১,৪৫,২১,২৩৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অডিট কর্তৃক ২০ টি সাব রেজিষ্ট্রি অফিস পরিদর্শন করে ৮টি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে মূল্য সংযোজন কর সঠিকভাবে নির্ধারণ না করার বিষয়টি উদঘাটন করেছে এবং জড়িত টাকা ও ভ্যাট সঠিকভাবে নির্ধারণ না করার কারণে ১,৪৫,২১,২৩৪/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৪"তে দ্রষ্টব্য।]

ভ্যাট সঠিকভাবে নির্ধারণ না করার কারণ ঃ

- ভূমিউন্নয়ন সংস্থার (Developer) ২ টি দলিলে ৩% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য কিন্তু ১.৫% হারে আদায় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬টি দলিলের ভ্যাট আদায় করা হয়নি।
- সমবায় সমিতি (Co-operative) কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে ফলে ৩% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য কিন্তু আদায় করা হয়নি।
- ৪ঠা জুন,২০১৪ হতে ভ্যাট ১.৫% বৃদ্ধি হয়ে ৩% হয়েছে কিন্তু জুন মাসে সম্পাদিত ৩টি দলিলে নতুন ৩% হারের স্থলে ১.৫% হারে আদায় করা হয়েছে।
- ব্যক্তি(Individual) কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন করে ব্যবহার করলে ভ্যাট আরোপযোগ্য নয়, কিন্তু ব্যক্তি কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন করে বিক্রয় করলে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার ন্যায় ৩% হারে ভ্যাট আরোপযোগ্য হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন করে পুনঃবিক্রয় করায় ৩% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য।
- ৪ঠা জুন,২০১৪ হতে ভ্যাট ১.৫% হতে বৃদ্ধি হয়ে ৩% হয়েছে। কিন্তু জুন মাসে সম্পাদিত ৪টি দলিলে নতুন ৩% হারের স্থলে ১.৫% হারে আদায় করা হয়েছে। এবং অবশিষ্ট ২টি দলিলের ভ্যাট আদায় করা হয়নি।
- ৪ঠা জুন,২০১৪ হতে ভ্যাট ১.৫% হতে বৃদ্ধি হয়ে ৩% হয়েছে। কিন্তু জুন মাসে সম্পাদিত ১টি দলিলে নতুন ৩% হারের স্থলে ১.৫% হারে আদায় করা হয়েছে।
- ৫টি দলিলে নতুন ৩% হারের পরিবর্তে পুরাতন ১.৫% হারে আদায় করার ফলে ১৪৮৭৫৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি দলিলে ৩% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য ছিল। ব্যক্তিগতভাবে ভূমি উন্নয়ন ও বিক্রয় হিসাবে বিবেচনা করে ভ্যাট আদায় করা হয়নি কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পুনঃবিক্রয় করা হয়েছে। রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ২১,১৫,০০০/- টাকা।
- ৬ টি দলিলে ৩% এর স্থলে ১.৫% হারে ভ্যাট আদায় করে ১,৫৯,৫৯০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ৪ঠা জুন,২০১৫ হতে ১৬০০ বর্গফুট ও তার উর্দ্ধে ফ্লাটের ক্ষেত্রে ৩% এর স্থলে ৪.৫% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য। ১২টি দলিলে ৪.৫% এর স্থলে ৩% হারে ভ্যাট আদায় করে ৭,৩৮,৫৮০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ
- প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সাব রেজিষ্ট্রার সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি করার পূর্বে তার মূল্য যাচাই করে প্রযোজ্য রাজস্ব নির্ধারণ করে বিধিবিধান মেনে সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন না করা।
- সাব রেজিষ্ট্রার ভ্যাট ৩% এর স্থলে ১.৫% আদায় করে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি বলে যথাযথ রাজস্ব আদায় না হওয়া।
- সাব রেজিষ্ট্রার ভ্যাট ৪.৫% এর স্থলে ৩% আদায় করে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি বলে যথাযথ রাজস্ব আদায় না হওয়া।
- সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিষ্ট্রার তার আওতাধীন সাব রেজিষ্ট্রি অফিসসমূহ নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করার কথা,অপরদিকে Inspector General of Registration (IGR) অফিস থেকে বিভাগীয় পরিদর্শকবৃন্দের পরিদর্শনের মাধ্যমে সকল ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধনের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও পরিপালন না করা।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,বিষয়টি যাচাই করে টাকা আদায়/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৩/১২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ১৪/৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।
- তাছাড়া অন্যান্য সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে অনুরূপ অনিয়ম প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৫।

শিরোনাম ঃ **সঠিকহারে আয়কর আদায় ও নির্ধারণ না করায় ১,৮৮,৫৪,৭৬১/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অডিট কর্তৃক ১৯টি সাব রেজিষ্ট্রি অফিস পরিদর্শন করে ৮টি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে আয়কর সঠিকভাবে নির্ধারণ না করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং জড়িত টাকা ও আয়কর সঠিকভাবে নির্ধারণ না করার কারণে ১,৮৮,৫৪,৭৬১/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৫"তে দ্রষ্টব্য।]

জড়িত টাকা ও আয়কর সঠিকভাবে নির্ধারণ না করার কারণ ঃ

- ভূমি উন্নয়নকারী (Property Developers) কর্তৃক প্রদেয় ৫৩ এফ এফ ধারায় ভূমি উন্নয়ন সংস্থার নিকট হতে ৩% হারে আয়কর আদায়যোগ্য ছিল। কিন্তু ভূমি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করে আলোচ্য ক্ষেত্রে আয়কর আদায় করা হয়নি।
- ২টি দলিলে বাণিজ্যিক এর স্থলে আবাসিক হিসাবে আয়কর কম আদায় করা হয়েছে- ১১,২৯,৭৩৬ টাকা । ৮টি দলিলে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জমিতে ৪% এর স্থলে ৩% আদায় করায় ১% হারে কম আদায় করা হয়েছে পরিমাণ ১,৫৬,২০৪/- টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ৪টি দলিলে ২% হারে আদায়যোগ্য ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে থোক টাকা কম আদায় করা হয়েছে ১,১৮,১৮০/- টাকা । ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ২টি দলিলে ৩% হারে আদায়যোগ্য ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে থোক টাকা কম আদায় করা হয়েছে ১,৭৬,৯১০/- টাকা।
- বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তে আবাসিক হারে আয়কর (জমি ও ফ্লাট) আদায় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ
- প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সাব রেজিষ্ট্রার সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি করার পূর্বে তার মূল্য যাচাই করে প্রযোজ্য রাজস্ব নির্ধারণ করে বিধিবিধান মেনে সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন না করা।
- সাব রেজিষ্ট্রার আয়কর ৪% এর স্থলে ৩% আদায় করে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি বলে যথাযথ রাজস্ব আদায় না হওয়া।
- সাব রেজিষ্ট্রার আয়কর ২% ও ৩% হারে আদায় না করায় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি বলে যথাযথ রাজস্ব আদায় না হওয়া।
- সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিষ্ট্রার তার আওতাধীন সাব রেজিষ্ট্রি অফিসসমূহ নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করার কথা,অপরদিকে আই.জি.আর অফিস থেকে বিভাগীয় পরিদর্শকবৃন্দের পরিদর্শনের মাধ্যমে সকল ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধনের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও পরিপালন না করা।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি যাচাই করে টাকা আদায়/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে ২৩/১২/২০১৫খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৫/২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ১৪/৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।
- তাছাড়া অন্যান্য সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে অনুরূপ অনিয়ম প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা

আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৬।

শিরোনাম ঃ **দোকান সেলামী ও ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৭০,৮৮,৮৭০/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায়, দোকান বরাদ্দের নথি ও রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দোকান সেলামী ও ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১,৭০,৮৮,৮৭০/- টাকা ।

বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন স্টেডিয়ামের দোকান সেলামী বা ইজারা মূল্য বাবদ মোট আদায় করা হয়েছে ৮,৮৬,২৯,৩৩৯ /- টাকা কিন্তু ১৫% ভ্যাট বাবদ ১,৩২,৯৪,৩৯৯/- টাকা আদায় করা হয়নি এবং বাণিজ্যিক স্থাপনা ভাড়া/ দোকান ভাড়া বাবদ মোট আদায় করা হয়েছে ৪,২১,৬০,৭৯২/- টাকা কিন্তু ৯% ভ্যাট বাবদ ৩৭,৯৪,৪৭১/- টাকা আদায় করা হয়নি। ফলে স্টেডিয়ামের দোকান বরাদ্দ প্রদান বাবদ সেলামী এবং মাসিক দোকান ভাড়ার উপর সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্যাট বাবদ (১,৩২,৯৪,৩৯৯+ ৩৭,৯৪,৪৭১) = ১,৭০,৮৮,৮৭০/- (এক কোটি সত্তর লক্ষ আটাশি হাজার আটশত সত্তর) টাকা কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৬" তে প্রদত্ত]

- দোকান বরাদ্দ উপ-আইন মালা-২০০৩ অনুযায়ী সেলামী হচ্ছে ইজারা মূল্য।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারন আদেশ নং- ২৫/মূসক-২০১৩, তারিখঃ ০৬/০৬/২০১৩খ্রিঃ মোতাবেক ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায়ের বিধান রয়েছে। (সেবার কোড নং এস-০৩৩.০০ এর অধীন।)
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং- ০৯-আইন/২০১১/৫৮৩-মূসক, তারিখঃ ০৯/০১/২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক বাণিজ্যিক স্থাপনা ও ভাড়ার উপর ৯% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায়ের বিধান রয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা বাস্তবায়ন না করা।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিসের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবদানে বিরত থাকায় ১৬/৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৫/৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৭।

শিরোনাম ঃ **দোকান সেলামী এবং পূর্ত কাজের উপর আয়কর আদায়/ কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৬৬,৯০,৬৪১/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায়, দোকান বরাদ্দের নথি ও রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন এম. এ আজিজ জাতীয় স্টেডিয়ামের দোকান বরাদ্দ প্রদান বাবদ সেলামী আদায় করা হয় কিন্তু দোকান সেলামীর উপর এবং পূর্ত কাজের উপর সরকারি বিধি মোতাবেক কোন আয়কর আদায়/ কর্তন করা হয়নি।

ক) জেলা ক্রীড়া সংস্থা, চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন এম. এ আজিজ জাতীয় স্টেডিয়ামের দোকান বরাদ্দ প্রদান বাবদ ৮,৩৭,২৯,৩৩৯/- টাকা সেলামী উপর ৫% আয়কর আদায় না করায় অর্থাৎ ৪১,৮৬,৪৬৬/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

খ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা, চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন এম. এ আজিজ জাতীয় স্টেডিয়ামের পূর্ত কাজ বাবদ ৫,৪৫,০৩,১১৪ /- টাকা ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়। কিন্তু পূর্ত কাজের উপর প্রযোজ্য (২.৫%, ৪% এবং ৫%) হারে আয়কর আদায় না করায় ২৫,০৪,১৭৫/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

এক্ষেত্রে, দোকান সেলামী এবং পূর্ত কাজের উপর আয়কর কর্তন না করায় মোট (৪১,৮৬,৪৬৬ + ২৫,০৪,১৭৫)= ৬৬,৯০,৬৪১/- (ছেষট্টি লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত একচল্লিশ) টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৭" তে প্রদত্ত]

- দোকান বরাদ্দ উপ-আইন মালা-২০০৩ অনুযায়ী সেলামী হচ্ছে ইজারা মূল্য।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৬০-আইন/২০০৭/আয়কর,তারিখঃ ২৮/৬/২০০৭খ্রিঃ মোতাবেক ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে আয়কর আদায়ের বিধান রয়েছে।
- আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর সেকশন ৫২-বিধি ১৬ মোতাবেক বিভিন্ন স্লাব অনুযায়ী আয়কর কর্তনের বিধান রয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা মোতাবেক উৎসে কর কর্তন না করা।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিসের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবদানে বিরত থাকায় ১৬/৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৫/৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৮।

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন সরবরাহ সেবা ও পূর্ত কাজের উপর প্রযোজ্য ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৩,৪৮,৯৪৬/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায়, ক্যাশ বহি, ঠিকাদারী লেজার এবং বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন সরবরাহ সেবা ও পূর্ত কাজের উপর সরকারি বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ভ্যাট কর্তন না করায় ৩৩,৪৮,৯৪৬/- (তেত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শত ছেচল্লিশ) টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৮" তে প্রদত্ত]

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারন আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৪, তারিখঃ ০৬/০৬/২০১৪খ্রিঃ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং ৬(৬) মূসক নীঃ ও বহিঃ/২০১০/২৫৭, তারিখঃ ২৭/০৭/২০১০খ্রিঃ মোতাবেক বিভিন্ন সরবরাহ সেবার উপর ৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা প্রযোজ্য এবং পূর্ত কাজের বিলের উপর ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ ঃ ১৯৯১ সালে প্রণীত মূল্য সংযোজন কর আইন এর আওতায় সকল আইন ও বিধি প্রতিপালনে অনিহা প্রকাশ করা।

ফলাফল ঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিসের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবদানে বিরত থাকায় ১৬/৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৫/৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৯।

শিরোনাম ঃ **ইজারাদার/ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে পানির বিল আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৫৭,৮০,৩০২/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ **(ক)** জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনে (এনএসসি টাওয়ারের) নীচতলাসহ মোট ২১টি ফ্লোর রয়েছে। তন্মধ্যে ৫ম তলার ফ্লোরের অর্ধেক অংশ (৫৮৮৪ বর্গফুট) ইলেক্ট্রো মার্ট লিঃ এর নিকট ভাড়া দেয়া আছে। এছাড়া ১০ম তলা হতে ২০ তলা পর্যন্ত ১১টি সম্পূর্ণ ফ্লোর (প্রতি ফ্লোর ১০৮৪৩ বর্গফুট) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/অফিসের নিকট ভাড়া দেয়া আছে। ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান (দ্বিতীয় পক্ষ) বর্ণিত ফ্লোরের ভাড়াকৃত অংশের যাবতীয় পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধ করবেন। তবে প্রথম পক্ষ (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ) কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বিলসমূহ পরিশোধের জন্য দাখিল করতে হবে।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জুলাই ২০১৩ হতে মার্চ ২০১৫ মাস পর্যন্ত সময়ের এনএসসি টাওয়ারের পানি বিল বাবদ ওয়াসা কে ২৯,০৪,৮৩৪/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন পানির বিল আদায় করা হয়নি। ২১টি ফ্লোরের পানির বিল বাবদ ২৯,০৪,৮৩৪/- টাকা হিসাবে প্রতি ফ্লোরে ১,৩৮,৩২৫/- টাকা পানির বিল পরিশোধ করার কথা। এনএসসি টাওয়ারের ১১টি সম্পূর্ণ এবং ১টি অর্ধেক ফ্লোর ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১৫,৯০,৭৩৮/- টাকা আদায় করার কথা। কিন্তু তা আদায় না করায় পরিষদের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

(খ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃপক্ষ জুলাই /২০১৩খ্রিঃ থেকে মার্চ/২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ও মাওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামের টয়লেট/ বাথরুমসমূহ ইজারাদার প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা প্রদান এর শর্ত ছিল যে, পানির বিল, গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল ইজারাদার বহন করবে। ইজারাদার এর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে ২৩,৬২,০০০/- টাকা এবং এর বিপরীতে ওয়াসাকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৬৫,৫১,৫৬৪/- টাকা। ফলে এন.এস.সি (৬৫,৫১,৫৬৪.০০ - ২৩,৬২,০০০.০০) = ৪১,৮৯,৫৬৪/- টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় ইজারাদার প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পানির বিল আদায় না করায় এন.এস.সির মোট ক্ষতির পরিমাণ (১৫,৯০,৭৩৮/-+ ৪১,৮৯,৫৬৪/-)= ৫৭,৮০,৩০২/- (সাতান্ন লক্ষ আশি হাজার তিনশত দুই) টাকা। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট " ৯" তে প্রদত্ত]

অনিয়মের কারণ ঃ এন.এস.সি'র অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার না থাকায় পরিষদ এর রাজস্ব আয় বৃদ্ধির কার্যক্রমে অনিহা /কম গুরুত্ব প্রদান।

ফলাফল ঃ সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ নিরীক্ষা দলের নিরীক্ষা জিজ্ঞাসা পত্রের জবাবে এন.এস.সি উল্লেখ করে (ক) পানির বিল ইজারা/ ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আদায়ের প্রক্রিয়া চলছে। আদায় হলে অডিটকে জানানো হবে। (খ) এখন হতে সংশ্লিষ্ট বাথরুমসমূহে নতুন সাব-মিটার স্থাপন এবং স্টেডিয়ামে পানি ব্যবহারকারী দোকান ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে মাসিক সমহারে পানির বিল প্রস্তুত পূর্বক প্রদান ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করার কথা বলা হলেও কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬/৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৫/৯/২০১৬খ্রিঃ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করতঃ সংস্থার তহবিলে জমা প্রদান করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০।

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদারকে MS Rod এ Lapping বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৪১,৮৫,৫৭১/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায়, ২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ, চারটি জেলা স্টেডিয়ামসমূহ এবং ১টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর অধিকতর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় চুয়াডাংগা জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের প্যাকেজ নং ১ পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, বিধি বহির্ভূতভাবে মেসার্স আবুল কালাম আযাদ কে MS Rod এ পৃথকভাবে Lapping এর বিল বাবদ ৪১,৮৫,৫৭১/- টাকা প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এমবিনং ১০৫৩ পাতা নং	মোট পরিমাণ (কেজি)	মোট পরিমাণ (কুইন্টাল)	প্রতি কুইন্টাল মূল্য	আতিরিক্ত পরিশোধ
৭-১৩	১৬৪.২১৬	১.৬৪২১৬	৭০৫৯/-	১১৫৯২.০০৭৪
১৪-২২	৮০০৪.৬৩	৮০.০৪৬৩	৭০৫৯/-	৫৬৫০৪৬.৮৩২
২৩-২৭	৭৫	০.৭৫	৭০৫৯/-	৫২৯৪.২৫
২৮-৩০	২৯৯৩.৬৫	২৯.৯৩৬৫	৭০৫৯/-	২১১৩২১.৭৫৪
৩১-৩৮	৩২৬১৬.৭০৪	৩২৬.১৬৭	৭০৫৯/-	২৩০২৪১৩.১৪
৪৫-৫৭	৭৭২৩.৯৯২	৭৭.২৩৯৯	৭০৫৯/-	৫৪৫২৩৬.৫৯৫
৫১-৫৬	৭৭১৫.৯১৮	৭৭.১৫৯২	৭০৫৯/-	৫৪৪৬৬৬.৬৫২
	৫৯২৯৪.১১			৪১৮৫৫৭১.২৩

অনিয়মের কারণ ঃ Analysis of PWD/LGRD Rate Schedule এ MS Rod Fabrication, MS Clamp, Expansion Joints Bearing joints বলা হয়েছে Strengthening the Rod Removing rust cleaning, cutting, honking, bending,binding with supply of 22 BWG-GI wire placing in position in/c Lapping Spacing and Securing them in position by concrete block 1:1 MS Rod এর Unit price এর মধ্যে Lapping wastage অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কাজেই MS Rod এ Lapping পৃথকভাবে প্রদানের সুযোগ নেই।

ফলাফল ঃ আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিসের জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবদানে বিরত থাকায় ১৬/৬/২০১৬ তারিখে কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ২৪/৭/২০১৬ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা সরকারি পত্র ৫/৯/২০১৬ তারিখে জারী করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৫-২০১৬

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এবং
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

[আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর ও এর অধীনস্থ ১৯টি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৫-২০১৬

প্রথম খণ্ড

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এবং
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১৪-২০১৫

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিকনং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথমঅধ্যায়	৫
৩	অডিটঅনুচ্ছেদেরসার-সংক্ষেপ	৭
	অডিটবিষয়ক তথ্য	৯
	ম্যানেজমেন্টইস্যু	৯
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহেরকারণ	১০
	অডিটেরসুপারিশ	১০
৪	দ্বিতীয়অধ্যায় (অডিটঅনুচ্ছেদসমূহ)	১১-২৩
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৩
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিকপরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। আইন ও বিচার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীননিবন্ধন পরিদপ্তর ও এর অধীনস্থ ১৯টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়েপ্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১০টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

৬ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ----------
২৯ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ